SUṢAMĀ : Multidisciplinary Research Journal ISSN: 3107-4529
(International Peer-Reviewed & Refereed Journal)
Vol. 1, Issue-3, (Jul-Sep) 2025

ঠাকুর শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণের মননে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

Abhirup Choubey
Research Scholar
Dept. of Sanskrit, Pali & Prakrit
Visva Bharati University
Santiniketan, Bolpur, West Bengal, India
Email: abhirupchoubey01@gmail.com

Abstract: শোধপ্রবন্ধটি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার একটি সামগ্রিক পরিচয় দিয়ে শুরু হয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে যে এটি শুধু একটি ধর্মগ্রন্থ নয়, বরং এটি মানবজাতির জন্য এক অমোঘ সাধন এবং উপনিষদের নির্যাস। এটি জ্ঞান, ভক্তি এবং কর্মের সমন্বয় সাধনকারী এক অনন্য গ্রন্থ। শোধপ্রবন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে যে, গীতা ভারতের অনেক মহান ব্যক্তিত্ব যেমন স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রী অরবিন্দ, মহাত্মা গান্ধী এবং সুভাষ চন্দ্র বসুর মতো স্বাধীনতা সংগ্রামীদের জীবনে গভীর প্রভাব ফেলেছিল।

শোধপ্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য হলো যুগাবতার শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণের মননে গীতার প্রভাব। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর 'কথামৃত'-এর মাধ্যমে গীতার সারমর্মকে সহজভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি—এই তিনটি পথকেই ঈশ্বরলাভের উপায় হিসেবে বর্ণনা করেছেন, তবে কলিযুগের জন্য ভক্তিযোগকে সবচেয়ে সহজ ও কার্যকরী বলে মত দিয়েছেন। তাঁর মতে, শুধু পাণ্ডিত্য বা শাস্ত্র পাঠ করে ঈশ্বরকে লাভ করা যায় না, বরং ব্যাকুল হয়ে ভক্তির সাগরে ডুব দিতে হয়। রামকৃষ্ণদেব গীতার 'গীতা' নামকে দশবার উচ্চারণ করলে 'ত্যাগী' শব্দটির ধ্বনি আসে বলে ব্যাখ্যা করেছেন, যার মাধ্যমে তিনি গীতার মূল বার্তাটি তুলে ধরেছেন—সমস্ত কামনা-বাসনা ত্যাগ করে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করা। তিনি দেখিয়েছেন যে জ্ঞান, কর্ম এবং ভক্তি পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, বরং একটি আরেকটির পরিপূরক।

Keywords: শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, কথামৃত, ভক্তিযোগ, জ্ঞান-কর্ম-ভক্তি সমন্বয়।

মহাভারতের ভীষ্মপর্বে স্বজনহননের আশঙ্কায় ও বেদনায় মুহ্যমান কিংকর্তব্যবিমূঢ় অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ যে উপদেশ দিয়েছিলেন সেটি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা নামে পরিচিত। গীতা হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ বলে পরিচিত, তথাপি ধর্মশব্দটি গীতাতে মানবধর্ম রূপেই গৃহিত হয়। এটি কোনো সম্প্রদায় বিশেষের ধর্মগ্রন্থ নয়, গীতা হল মানব ধর্মগ্রন্থ। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সাতশত শ্লোকে রচিত নিঃশ্রেয়স প্রাপ্তির এক অমোঘ সাধন। গীতা মানবজাতির জন্য এমন এক অমৃত যার রসাস্বাদন করলে সকলেই পরম শান্তি অনুভব করতে পারে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা এখানে ‘শ্রী’ শব্দটি সৌন্দর্য, সম্পদ ও ভাগ্য প্রভৃতি অর্থে প্রয়োগ হয়। যিনি শ্রী যুক্ত তিনিই ‘শ্রীমদ্’ ভগবান আর ‘গীত’ শব্দের অর্থ গান, অতত্রব শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা হল ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখ নিঃসৃত গান বা ঈশ্বরের গান। স্বামী মহাদেবানন্দ তাঁর ‘গীতাবোধিনী’তে বলেছেন– ‘গী’ বাণী, যার দ্বারা তৎ নামক বস্তু ইত প্রাপ্ত হওয়া যায়, তা গীতা অর্থাৎ যে বাণীর দ্বারা ইন্দ্রিয়াতীত তৎকে জানা যায় সেটি হল গীতা। বেদের যেমন কর্ম উপাসনা ও

জ্ঞান এই কাণ্ডত্রয় রয়েছে, তেমনই অষ্টাদশাধ্যায়ী গীতার জ্ঞান ভক্তি ও কর্ম এই তিনটি ও তার সঙ্গে সর্বধর্মের সমন্বয় সাধন করেছেন শ্রীকৃষ্ণ। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন উপনিষদ ভারতের ব্রহ্মজ্ঞানের বনস্পতি। এই উপনিষদতত্ত্বই নির্যাসরূপে গীতায় অতি সহজ সরল ভাষায় বিধৃত হয়েছে। অনুরূপ কথা গীতাধ্যানে পাওয়া যায়—

"সর্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ ।।"[1]

অর্থাৎ উপনিষদরাশি গাভীস্বরূপ, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই উপনিষদের নিগূঢ় নির্যাস অর্জুনের জন্য গীতামৃত রূপে পরিণত করেছেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ছাড়াও আরও ১৬ গীতার উল্লেখ মহাভারতে পাওয়া যায়— পিঙ্গলগীতা, শশাঙ্গগীতা, হংসগীতা, ব্রাহ্মণগীতা, বোধ্যগীতা, হারীতগীতা, বৃত্রগীতা, পরাশরগীতা, পাণ্ডবগীতা, ব্রহ্মগীতা, ভিক্ষুগীতা, যমগীতা, ব্যাসগীতা, শিবগীতা, সূতগীতা, সূর্যগীতা[2]। তন্মধ্যে ভগবদ্গীতারই শ্রেষ্ঠত্ব, অন্যান্যগুলি বেশিরভাগই ভগবদ্গীতার অনুসরণকারী। গীতায় ধর্ম, দর্শন, ও নীতিশাস্ত্রের এক সুন্দর সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়। এটি ধর্মগ্রন্থ হলেও ধর্মশব্দটি এখানে ইংরেজি 'Religion' অর্থে ব্যবহৃত হয়নি, ব্যাপকতম অর্থে অর্থাৎ বিশ্বমানবের কল্যাণের বাণী হিসাবে প্রযুক্ত হয়েছে।

মহাভারতে সকলবেদের সারার্থ সংগৃহীত, আর সমগ্র মহাভারতের সারতত্ত্ব এই গীতায় বর্তমান। সেকারণে গীতাকে 'সর্বশাস্ত্রময়ী' অর্থাৎ সকল শাস্ত্রের সার বলা হয়েছে—

"ভারতে সর্ববেদার্থো ভারতার্থশ্চ কৃৎস্নশঃ।
গীতায়ামস্তি তেনেয়ং সর্বশাস্ত্রময়ীগীতা।।[3]"

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা বিশ্বসাহিত্যের অসাধারণ দার্শনিক কাব্যগ্রন্থ। বিশ্বমনীষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ তথা সমগ্র ভারতীয় সংস্কৃতির নির্যাস। জ্ঞান ভক্তি ও কর্ম এই তিনটি ও তারই সঙ্গে সর্বধর্মের সমন্বয় সাধন করেছেন শ্রীকৃষ্ণ। গীতার মধ্যে আছে ব্যক্তিজীবনের ও সমষ্টিজীবনের কল্যাণের বাণী, আত্মশক্তির সাধনা এবং ইহজীবনে অমৃতত্বলাভের সন্ধান। অর্জুন এখানে বিশ্বমানবের প্রতিভূ। একারণে গীতা আমাদের সকলের জীবনের পথনির্দেশক ও শ্রীকৃষ্ণ আমাদের জীবনরথের সারথি।

ভারতের বহু মনীষি, শংকরাচার্য থেকে শুরু করে এযুগে স্বামী বিবেকানন্দ , শ্রী অরবিন্দ, মাহাত্মা গান্ধী, বাল গঙ্গাধর তিলক, সুভাষচন্দ্র বসু প্রভৃতির জীবনে গীতা ছিল একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। গীতায় নিষ্কাম কর্মযোগ, কর্মার্পণযোগ, আত্মতত্ত্ব ও স্থিতপ্রজ্ঞের আদর্শের দ্বারা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্বুদ্ধ করেছিল। ভারতের মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে এটি ছিল শক্তিমন্ত্র। বিবেকানন্দের ভাষায় শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা হল— 'The Gita is like a bouquet composed of the beautiful flowers of spiritual truths collected from the Upanishad's'[4]. গীতার গরিমা বিষয়ে শ্রী অরবিন্দ বলেছেন— 'That which the Gita teaches is not a human but a divine action, not the performance of social duties but the abandonment of all other standards of duty or conduct for a selfless performance of divine will working through our nature'.[5] গান্ধীজি বলেছেন— 'গীতা মানবের পারমার্থিক জননী'। মোগল সম্রাট শাজাহানের পুত্র দারাশিকো বলেছেন— 'গীতা স্বর্গীয় আনন্দের অফুরন্ত উৎস'।

যুগাবতার ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে গীতার কতখানি প্রভাব ছিল তা কথামৃত পাঠ

করলে বোঝা যায়। গীতাকে তিনি জ্ঞান কর্ম এবং ভক্তি সমন্বয়ে সাধনার উৎস রূপে ব্যাখ্যা করেছেন। ঠাকুর ঈশ্বরলাভের উপায়কে বহুপ্রকার বলেছেন। পরমহংসদেব কথামৃতে নরেন্দ্রকে বলেছেন— 'অনন্তপথ —তার মধ্যে জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি —যে পথ দিয়া যাও, আন্তরিক হলে ঈশ্বরকে পাবে'[6]। জ্ঞান সর্বাপেক্ষা পবিত্র বস্তু। গীতায় বলা হয়েছে— 'ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে'[7]। সাত্ত্বিক কর্মযোগের বিশুদ্ধিতেই জ্ঞানযোগের উৎপত্তি। পুরুষার্থ চতুষ্টয়ের অন্যতম মোক্ষের প্রতিপাদক জ্ঞান শব্দ। ফলাসক্তি ও কর্তৃত্বাভিমান দূর না হলে আত্মজ্ঞান দূর হয় না। শুদ্ধ জ্ঞানই হল জ্ঞানযোগের পাথেয়। এই ব্রহ্মজ্ঞান হলে সবই জ্ঞাত হয়, একবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান। রামকৃষ্ণ বলেছেন— 'একজ্ঞানই জ্ঞান, বহুজ্ঞান অজ্ঞান'[8]। এই বিষয়ে উপনিষদেও বলা হয়েছে— 'যেন অশ্রুতং শ্রুতং ভবতি, অমতং মতম্, অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতম্'[9]। এক রথযাত্রার দিনে অর্থাৎ আষাঢ়ের শুক্লা দ্বিতীয়ায় পণ্ডিত শশধরকে ঠাকুরের দেখার ভারী ইচ্ছা হল। স্থির হল বিকালে পণ্ডিতের বাড়ি যাবেন। সেখানে ভক্তের সঙ্গে কথাবার্তায় ঠাকুর নরেন্দ্রকে শিক্ষা দেবার জন্য বললেন— 'ঈশ্বর রসের সমুদ্র, তুই এই সমুদ্রে ডুব দিবি কিনা বল'[10]। দেখ অমৃতসাগরে যাবার অনন্তপথ, যেকোনো প্রকারে এসাগরে পড়তে পারলেই হল। এই সাগর সচ্চিদানন্দরূপ সাগর, এতে মরণের কোনো ভয় নেই, এ সাগর হল অমৃতের সাগর। এই অনন্তপথের মধ্যে জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি যে পথ দিয়া যাও আন্তরিক হলেই ঈশ্বরকে পাবে। এই আলোচনায় তিনি ৩প্রকার যোগের কথা বলেছেন— জ্ঞানযোগ ,কর্মযোগ ও ভক্তিযোগ।

জ্ঞানযোগের অর্থ পরমহংসদেব এই ভাবে করলেন— 'জ্ঞানী ব্রহ্মকে জানতে চাই, নেতি নেতি বিচার করে। ব্রহ্মসত্য জগৎমিথ্যা ..... বিচারের শেষ যেখানে, সেখানে সমাধি হয়, আর ব্রহ্মজ্ঞান হয়'[11]। জ্ঞানীর লক্ষণে গীতায় বলা হয়েছে—

"প্রজহাতি যদা কামান্ সর্বান্ পার্থ মনোগতান্
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে "।।[12]

অর্থাৎ সকল কামনা-বাসনা ছেড়ে যিনি নিজে নিজেই তুষ্ট হয়ে থাকেন, যিনি কাম ক্রোধ প্রভৃতিকে আয়ত্তাধীন করেছেন, যিনি ইন্দ্রিয়ের বশীভূত না হয়ে ইন্দ্রিয়গুলিকে নিজ উদ্দেশে কাজ করান তিনিই যর্থাথ জ্ঞানী।

কর্মযোগ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বললেন কর্ম দ্বারা ঈশ্বরে মন রাখা। অনাসক্ত হয়ে প্রাণায়াম ধ্যানধারণাদি কর্মযোগ। সংসারী লোকেরা অনাসক্ত হয়ে ঈশ্বরে ফল সমর্পণ করে , তাতে ভক্তি রেখে সংসারে কর্ম করে সেটিও কর্মযোগ। 'ঈশ্বর লাভই কর্মযোগের উদ্দেশ্য'[13]। 'কর্ম' শব্দটি গীতায় কী অর্থে প্রয়োগ হয়েছে সেটি জানা দরকার। মীমাংসাদি শাস্ত্রে কর্ম বলতে যাগযজ্ঞাদি বোঝানো হয়েছে, কিন্তু শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় 'কর্ম' শব্দটি ব্যাপক অর্থে প্রয়োগ হয়েছে। এই জীবনযজ্ঞকে কামনাশূন্য করে ঈশ্বরমুখী করাই হল গীতার উদ্দেশ্য ও উপদেশ। কেননা এতেই জীবের মোক্ষ ও জগতের অভ্যুদয় যুগপৎ সাধিত হয়। নিষ্কাম কর্মদ্বারা চিত্তশুদ্ধি ও ব্রহ্মানন্দ প্রাপ্তি হয়। শুভ কর্মের ফলরূপ সমস্ত ক্ষুদ্র আনন্দই ব্রহ্মানন্দতুল্য। নিষ্কাম কর্মযোগই গীতার শ্রেষ্ঠ বাণী। গীতায় বলা হয়েছে—

"তস্মাদসক্তঃ সততং কার্যং কর্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ"।।[14]

ভক্তিযোগ — অধ্যাত্ম জগতে জ্ঞানের একাধিপত্য নেই, ব্রহ্মের স্বরূপ কেবলমাত্র জ্ঞানের দ্বারা কেউ নির্ণয় করতে পারে না, কেননা ঋষিগণ তাঁকে বাক্য ও মনের অগোচর

বলে বর্ণনা করেছেন। জ্ঞানী ও কর্মী অপেক্ষা যোগী শ্রেষ্ঠ, কিন্তু যিনি শ্রীভগবানের সগুণ বা নির্গুণ স্বরূপ যথাযথ চিত্তে শ্রদ্ধাপূর্বক অনবরত অনুসন্ধান করেন, তিনি যোগযুক্ত গণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, একথা শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

"যোগিনামপি সর্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ "।।[15]

ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলেছেন কলিযুগের পক্ষে ভক্তিযোগই সহজ পথ। ঈশ্বরের নাম গুণকীর্তন করে তাতে মন রাখা। এতে অন্যান্য পথের চেয়ে সহজেই ঈশ্বরের কাছে যাওয়া যায়।

এরপর রামকৃষ্ণদেব বলেছেন কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগ এযুগে ভারী কঠিন। এই তিনের সমন্বয় সাধন করতে গিয়ে তিনি বললেন 'ভক্তিযোগ যুগধর্ম'[16]। তিনি জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির মধ্যে সমন্বয় সাধন করে বললেন— 'যিনি ব্রহ্মজ্ঞান চান, তিনি যদি ভক্তিপথ ধরেও যান তা হলেও সে জ্ঞানলাভ করবেন..... জগতের মাকে পেলে, ভক্তিও পাবে জ্ঞানও পাবে'[17]।

সমগ্র কথামৃততে তিনি এই সমন্বয়ের বার্তাই আমাদের দিয়েছেন। কথামৃতের মধ্যে বারবারই ঠাকুর ভক্তদের এই শিক্ষায় দিয়ে গেছেন। ডুব দিতে হবে, ঈশ্বরকে ভালোবাসতে হবে, তার প্রেমে মগ্ন হতে হবে। শাস্ত্রের ভিতর ঈশ্বরকে খুঁজে পাওয়া যায় না, অর্থাৎ সূক্ষ্মজ্ঞানের দ্বারা ঈশ্বরকে লাভ করা যায় না।

হরিকথা প্রসঙ্গে ব্রাহ্মসমাজে নিরাকারবাদের আলোচনায় একদিন তিনি ভক্তদের বলেছেন— 'বই হাজার পড়,মুখে হাজার শ্লোক বল, ব্যাকুল হয়ে তাতে ডুব না দিলে তাকে ধরতে পারবে না'[18]। শুধু পাণ্ডিত্যে মানুষকে ভোলাতে পারবে, কিন্তু তাকে পারবে না। এখানেও তিনি গীতার প্রসঙ্গ টেনে একথা বললেন— ভক্তিবিহীন জ্ঞান ঈশ্বরলাভের উপায় হতে পারে না। গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ে অর্থাৎ ভক্তিযোগ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ এই ভক্তিযোগের তত্ত্বই বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেছেন এবং ভক্ত যে ভগবানের প্রিয় সেকথা স্পষ্টভাবেই বলেছেন। যিনি সর্বকর্মফলত্যাগী, যিনি সর্বদা ক্ষমাশীল, সন্তুষ্ট সমাহিতচিত্ত সংযত স্বভাব সেই ভক্তই শ্রীকৃষ্ণের সর্বাপেক্ষা প্রিয়। স্থিরবুদ্ধি ভক্তিমান যে পুরুষ তিনি মোক্ষলাভ করবার উপযুক্ত। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

"অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ
নির্মমো নিরহংকারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী ।।
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ"।।[19]

গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রণিপাতেন শব্দটির মধ্য দিয়ে ভক্তিযোগের বার্তাই ধ্বনিত করেছেন। অর্থাৎ 'সর্বং কর্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে'[20] ও তার পরেই বললেন— 'তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া'[21]। এখানে জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ, ও ভক্তিযোগের সমন্বয় সাধন করেছেন শ্রীকৃষ্ণ। রামকৃষ্ণদেব জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি তিনটির সমন্বয় সাধন করেছেন, তথাপি সাধনমার্গে ভক্তিরই যে প্রাধান্য সেকথাও তিনি পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করেছেন।

ঠাকুর তাঁর ভক্ত সমীপে উপদেশ দিতে গিয়ে একদিন বলেছেন গীতা সমস্ত না পড়লেও হয়, দশবার গীতা গীতা বললে যা হয় তাই গীতার সার অর্থাৎ ত্যাগ ও ত্যাগী— "গীতা পড়লে কী হয়? দশবার 'গীতা' 'গীতা' বললে যা হয়। 'গীতা' 'গীতা' বলতে বলতে

ত্যাগী হয়ে যায় ..... 'ত্যাগী' 'ত্যাগী' বলতে পারলেই হল"[22]। সেই একই কথা সমস্ত কামনা বাসনা ত্যাগ করে ভক্তির অমৃতসাগরে ডুপ দিয়ে তার রসগ্রহণ করতে হবে, তাকে উপলব্ধি করতে হবে। তাহলেই এই জীবনে অমৃতত্ব লাভ। এটিই মোক্ষ। গীতাকে অনুসরণ করে ঠাকুর শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ এই বার্তায় আমাদের দিয়ে গেছেন।

Endnotes

1. গীতা ধ্যান ৪
2. গীতা রহস্য পৃ.৩,৪
3. মহাভারত , ভীষ্মপর্ব ৪৩/২
4. The complete works of swami Vivekananda, vol.2 Jnana Yoga chapter – X ,The freedom of the soul .
5. Essays on Gita, Sri Aurobindo
6. শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত(অখণ্ড)পৃ.৪৭০
7. শ্রীগীতা ৪/৩৮
8. গীতাতত্ত্ব জ্ঞানযোগ পৃ.৩১
9. ছান্দোগ্য উপনিষদ ৬/১/৩
10. শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত(অখণ্ড)পৃ.৪৭০
11. শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত(অখণ্ড)পৃ.৪৭০
12. শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ২/৫৫
13. শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত(অখণ্ড)পৃ.৪৭০
14. শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ৩/১৯
15. শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা , ৬/ ৪৭
16. শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত(অখণ্ড)পৃ.৪৭০
17. শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত(অখণ্ড)পৃ.৪৭০
18. শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত(অখণ্ড)
19. শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ১২ / ১৩-১৪
20. শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ৪/ ৩৩
21. শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ৪/ ৩৪
22. শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত(অখণ্ড) পৃ.৯৯৪

Bibliography

- গীতাতত্ত্ব – স্বামী সারদানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা ৭০০০০৩, ষষ্ঠ সংস্করণ ১৯৯৬।
- শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা রহস্য অথবা কর্ম্মযোগশাস্ত্র– বাল গঙ্গাধর তিলক (অনুবাদক জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর), প্রোগ্রেসিভ বুক ফোরাম, ৩৩ কলেজ রোড, কলিকাতা ৯, অষ্টম সংস্করণ ১৪০৯ বঙ্গাব্দ
- শ্রীমদ্ভবদ্গীতা– শ্রী জগদীশ চন্দ্র ঘোষ, প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, কলকাতা ৭০০০৭৩, ত্রিচত্বারিংশ সংস্করণ, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ।
- শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা– স্বামী জগদীশ্বরানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা ৭০০০০৩, নবম সংস্করণ ২০১৯।
- শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত (অখণ্ড) –শ্রীম, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা ৭০০০০৩, প্রথম সংস্করণ ১৯৮৬- ১৯৮৭, সপ্তবিংশতি পুনমুদ্রণ বৈশাখ ১৪১৬।

——